‘শব্দের ভিখারি’ কবি রজত মিত্র

দেবকুমার দত্ত

শুক্রবার, ১৫আগষ্ট ২০০২। ভারতবর্ষের ৫৬তম স্বাধীনতা দিবসের বৃষ্টি-কাতর সকালে ‘একলব্য’ পত্রিকার তরফ থেকে আমাদের প্রিয়জন কবি রজত মিশ্রের বাড়িতে আমি হাজির হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ত্রিবিধ ঃ তাঁর সৃষ্টিশীলতার হাল-হকিকত্ জানা, তাঁর কণ্ঠে তাঁরই কবিতার পাঠ শোনা ও তাঁর ‘শব্দের সন্ন্যাস’ আস্বাদন করা।
রজতদার জন্ম ১৯৩৬-এ। বাড়ি সিউড়িতে। তিনি যেখানেই যান বা থাকেন না কেন, নিজেকে বীরভূমের সন্তান বলতেই ভালবাসেন, যদিও ধ্যান-ধারণা ও যাপনে তিনি যথার্থ আন্তর্জাতিক।

মূল আলাপচারিতার আগে আর একটু অন্য কথা জেনে নেই। রজতদার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ভালোবাসা, এ পিপাসা’, ২৩ জানুয়ারী, ১৯৯২ নাভানা থেকে প্রকাশিত। পরিণত বয়সে, এই দিনটি শুধু নেতাজির জন্মদিনই নয়, কবি রজত মিশ্রের কাছে এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য তাঁর বিবাহ-বার্ষিকী হিসেবে। তারপর নাভানা থেকেই প্রকাশিত হয় ‘এসো শব্দের সন্ন্যাস’; ২২শ্রাবণ ১৪০০। রাজধানী প্রকাশন থেকে বের হয় ‘রোদ হয় ছায়া হয় শান্তিনিকেতন’ ১আষাঢ়, ১৪০৬ আর ‘আমার লোহিত কণিকাগুলি’, কবিপক্ষ ১৪০৯। এছাড়াও রজতদা সম্পাদিত গদ্যগ্রন্থ Flaming Milestones আছে।

রজতদার সৃষ্টিসমুদ্রে এখন ভরা কোটাল। কমসে কম তিনটি কবিতার বই ‘প্রকাশিতব্য’— বিকেল বয়সী আলো, নির্বাচিত কবিতা The Desert Sings ও স্বরচিত ইংরেজি মূল কবিতা ও বাংলা কবিতার অনুবাদ।
এবার প্রত্যক্ষ উক্তিমালা।

দেবদত্ত ঃ আপনার কাব্যচর্চা তথা অনুশীলনের একটা প্রারম্ভের দিক অবশ্যই আছে সেটাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘সলতে পাকান’ আর কৃষির অনুষঙ্গে বীজ বপনের কাল বলতে পরি। সেই সময়টার স্মৃতিচারণ আমাদের অর্থাৎ আপনার কবিতার গুণমুগ্ধ পাঠকদের বেশ ধন্যতৃপ্তি করবে।
র. মিত্র ঃ কাউকে ধন্য করবার মত পর্যায়ে এখনও আমি উঠিনি বলেই মনে করি। তবে কাব্যচর্চার প্রথম কারণ বোধ হয়, থাকতাম মফস্বল শহরে, সাহিত্যও ভাল লাগত। এবং তার থেকেই সাহিত্য চর্চা বিশেষ করে কবিতা লেখার শু।
অবশ্যই কিছু-কিছু উৎসাহ-অনুপ্রেরণা কিছু মুষ্টিমেয় গুণীজন ও শ্রদ্ধেয় কবি ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে পেয়েছি।
হালকা ভাবে বলা যায় আর কিছু করতে পারব না বলেই বোধ হয় কবিতা লেখা শু করি। এখনও তাই, কারণ কবিতা আমার কাছে ধমনীর সুস্থ রক্তপ্রবাহ!
দেবদত্ত ঃ গত শতাব্দীর ষাটের দশকে আপনি শান্তিনিকেতনে অশোক বিজয় রাহা, ‘পূর্বাশা’-সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ‘অমৃত’-এর মণীন্দ্র রায়, ‘ধ্রুপদী’-র সুশীল রায় প্রমুখ কবি-ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছেন। এবং আমরা এমন কথাও শুনেছি যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য আপনার কবিকলমকে তারিফ করতে মোটামুটি এই উল্লসিত উচ্চারণ করেছিলেন ঃ ‘ষাটের দশকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কবি রজত মিশ্র।’
এ-ছাড়াও কথা-সাহিত্যিক সন্তোষ কুমার ঘোষ আপনার কবিতার বিশেষত শব্দ ব্যবহারের অভিনবত্বে মুগ্ধ ছিলেন। আপনার ‘রোদ হয় ছায়া হয় ‘শান্তিনিকেতন’ বইটি পড়ে মুগ্ধ বাংলাদেশের রফিকুল ইসলাম, মোহম্মদ মনিজ্জমান। শুনেছি বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও গবেষক সন্‌জীদা’দি আপনার কণ্ঠ মাধুর্যের জন্য আপনাকে একটু বেশিই স্নেহ-প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন!
র. মিশ্র ঃ যে নামগুলো তুমি করলে এঁদের প্রায় সকলের সঙ্গেই আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল বা এখনও আছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যিনি আমাকে এত প্রশ্রয় ও উৎসাহ দিয়েছিলেন তিনি কবি ও ‘পূর্বাশা’-র বিখ্যাত সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর আমার মুখোমুখি পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি।
দেবদত্ত ঃ আপনার সেই সময়ের কবি-বন্ধুদের মধ্যে আজও যাঁরা সৃষ্টিমুখর তাঁদের কয়েকজনের সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক ভাবেই আন্তরিক। এঁদের নিয়ে স্মৃতিচারণার সূত্রে কিছু বলুন।
র. মিশ্র ঃ মনুজেশ মিত্রের সঙ্গে প্রায় এক সময়েই কবিতা লিখতাম, এখনও সে সক্রিয়। মনুজেশ অসাধারণ ভাল কবিতা লিখত, ভাল গান গাইত এবং একটা gifted aptitude ওর মধ্যে ছিল। কারও কাছে গান না শিখেই মনুজেশ গানে অসাধারণ ভাল সুর করতে পারত। এককালে মনুজেশের কবিখ্যাতির চেয়ে গায়কখ্যাতি কোন অংশেই কম ছিল না। আমার এখন ভাবতে ভাল লাগে যে-সব গান গেয়ে মনুজেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল সেসব গানের বেশির ভাগ কথাই ছিল আমার। এবং কিছু তার প্রায় তাৎক্ষণিক সুরগুলো ছিল ওর। কেন-যে মনুজেশ গান ছেড়ে দিল?
এ ছাড়া কবিল ইসলাম এখনও সক্রিয়। কবিল নিঃসন্দেহে খুবই ভাল কবি। কবিল সম্ভবত a poet from head to toe একদম আপাদমস্তক কবি! মনুজেশ ও আমি যেটা পারিনি কবিল সেই অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছিল সাহিত্য-জগতের সঙ্গে। আর সেই নিষ্ঠা, উৎসাহিত ও উদ্দীপনার জন্যেই সম্ভবত কবিল অনেক বেশি পরিচিতি ও exposure পেয়েছে বলেই আমার মনে হয়; যা পাবার যোগ্যতা ওর নিঃসন্দেহেই আছে।

দেবদত্ত ঃ সময়ের হাত ধরেই আপনার কবিতার চলাফেরা, পা-তোলা আর পা-ফেলা। কবিতার ভাব, ভাষা, আঙ্গিক, রূপকল্প, ব্যঞ্জনা ইত্যাদি নিয়ে আপনি দীর্ঘদিন ধরে ভেবে আসছেন। এই চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে যে-সমস্ত বাঁক এসে পড়েছে তাদের সম্পর্কে আপনার বর্তমান প্রতিক্রিয়া কী?

র. মিশ্র ঃ আমি কবিতা লিখছি কিশোর কাল থেকেই, কিংবা লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। সেই সময় যে-সব কবিতা লিখতাম, তখনকার নিরিখে, তাগ্যের উৎসাহে, মনে হত ভালই। তাদের মধ্যেও হয়তো কিছু কবিতা এখনও ভাল লাগে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেখানেই থেমে থেকেছি। চেষ্টা করেছি আরও ভাল কী করে লেখা যায়। এবং একটা বোধ প্রায় হন্যে হয়ে আমার পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে, সেটা হল, কী করে কত কম কথায় কত বেশি ব্যঞ্জনা বের করা যায় এবং বেশি বলে দেওয়া যায়। সর্বদাই ভাবি, পাঠক তার কল্পনাশক্তি দিয়ে একটি শব্দ থেকে কতখানি মর্মার্থ তুলে আনতে পারে। এই দিক দিয়ে ভাবলে বোধ হয় আমার একটা সঞ্চরণশীল মন ছিল। বিভিন্ন কবিদের কাব্য-সাহচর্য ছিল নিয়তই। এছাড়াও দেশি এবং বিদেশি কবিদের লেখালেখি নিশ্চয়ই আমাকে এ-ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছে। সেটা formative years-এ।

একটি শব্দবন্ধ সম্প্রতি আমার একটি কবিতায় আমি ব্যবহার করেছি। সেটা হল 'শব্দের ভিখারি'। আমি আজও মনে করি না আমি শব্দের সম্রাট হয় গেছি বা প্রধানমন্ত্রিত্ব পেয়ে গেছি। আমি আজও 'শব্দের ভিখারি'। চেষ্টা করি, আজও একটা শব্দকে কত নতুন ভাবে, কত ব্যঞ্জনাময় করে বাজান যেতে পারে। তার থেকে তুলে আনা যেতে পারে নতুন সুর। অন্য প্রসঙ্গ। একটা কবিতা লেখা হলে একটা অদ্ভূত তৃপ্তি হয়। আমার একটা কবিতায় আমি সেটা বলবার চেষ্টা করেছি। পঙ্‌ক্তিগুলি বোধ হয় এইরকম ঃ

'একাকী কবিই জানে
সফল কবিতা কোনো কোনো লেখা হ'লে পর
শিশুর উদ্ভাস নিয়ে খেলা করে সমস্ত গরিমা।'

সেই গরিমাতেই থেমে গেলে কিন্তু তার তো সেখানেই মৃত্যু, সেখানেই শেষ। কাজের একটা discontent তো থাকা চাই-ই, যা শেষ হয় না। বহুকাল আগে Wordsworth,বা Arnold কি Coleridge একটি শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছিলেন 'eternal discontent' যা না-থাকলে বোধ হয় কবিতা লেখা যায় না। সেটা থাকেই। তবে সেটা থাকলেই যে কবিতা লেখা যায় তা মনে করি না। এবং সেটা আমার মধ্যে আছে বলেই যে আমি কবিতা লিখতে পারছি বা পারব তা ভাবারও কোন মানে হয় না।

দেবদত্ত ঃ 'রোদ হয় ছায়া হয় শান্তিনিকেতন' কাব্যগ্রন্থে আপনার পরিচয় সূত্রে লেখা হয়েছে 'রজত লেখেন কম। যখন লেখেন শব্দকে বাজান মন্ত্রের ঐর্যে, চিত্রকল্পে সাজান উপভোগ্য ছবি যা আস্বাদনে স্বাদু, ভাবনায় ঋদ্ধ, সম্মোহনে তীব্র, চৈতন্যে সমর্পিত।' এর মধ্যে অতি অল্পকথায় আপনার কবি-সত্ত্বার একটি নিটোল মূল্যায়ন। এই কথা ক'টি কার লেখনী-নিঃসৃত তা জানতে খুবই ইচ্ছে করে।

র.মিশ্রঃ যার কলম- নিঃসৃত এই কথাগুলি, তার নাম তারাপদ আচার্য। এই উক্তির যথার্থ্য ও প্রতিভা বোধহয় আমার নেই। তারাপদ গদ্য ও পদ্য সমান সৌকর্যে লিখতে পারে। শঙ্খবাবুর খুবই ঘনিষ্ঠও প্রিয় ছাত্র। তারাপদ কিন্তু শুধু প্রশংসাই করে না, ও আমার কবিতার নির্মম সমালোচকও। তবে আমার সামান্য লেখালেখির অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান পাঠক, ইদানীংকালে আমার প্রায় সমস্ত কবিতা গ্রন্থভুক্ত হওয়ার আগে ওর পরামর্শ ও নির্বাচনকেই তাই আমি চূড়ান্ত বলে মেনে নিই।

দেবদত্ত ঃ আমি পড়েছি ও বিশ্বাস করেছি এই বক্তব্যঃ 'রজত লেখেন কম।' আমরা প্রায় ধরেই নিই কবিতা ভাব-উন্মাদনার সবুজ ফসল বা নান্দনিক বাক্‌ভঙ্গীর অপর নাম কবিতা। অথচ আপনি প্রচার থেকে দূরে থাকতে চান। মনে প্রশ্ন উঁকি দেয় ঃ কেন আপনার এই স্ববিরোধ?

র.মিশ্র ঃ কবিতা যখন থেকে আমি লিখতে শু করেছি, তা কখনই প্রচারের স্বার্থে নয়। কবিতা লেখার জন্য আমি একটা inner urge বা ভিতরের তাগিদ অনুভব করেছি। একটু আগে খেলা করে বললেও এটা সত্য যে, আমি কবিতা না লিখে থাকতে পারি না বলেই কবিতা লিখি।

এই কথাই বোধ হয় সত্যিও যে কবিতা আমাকে অনেক দুর্ভোগ, অনেক শারীরিক পতন ও মানসিক অপঘাত থেকে বাঁচিয়েছে। কিন্তুপ্রচার মাধ্যমের কাছে ছুটে যাবার আর বয়স নেই কিংবা সেই মানসিকতাও নেই। এখন শুনেছি, মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় থাকতে গেলে, যে ধরনের জন-সংযোগ রেখে চলা দরকার সেটা বোধ হয় বা রক্তে নেই। কোনোদিনই ছিল না।

দেবদত্ত ঃ ঝড় উঠলে উটপাখির মত বালিতে মুখ গুঁজে দেওয়ার মন বা মনোভঙ্গী আপনার নেই। জীবনের সমসাময়িক সমস্যা যা মানুষকে তার আসন, আবাসন ও তার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি থেকে টেনে নামায় তার প্রতি আপনি তীক্ষ্ণভাবে সজাগ। সমস্যার সনাক্তকরণের ব্যাপারে আপনার যেমন উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়, ঠিক তেমনি তার মূলোৎপাটনে তথা সমাধানের ব্যাপারটি একটি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে আপনি আগ্রহী। কোন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি কবিতায় এই সমস্ত জ্বলন্ত সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হন?

র.মিশ্র ঃ এ-ব্যাপারেও আমার যথার্থ গুদেব বোধ হয় রবীন্দ্রনাথই। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেই জেনেছি, কী আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা ও সচেতন অনুভূতি নিয়ে তিনি সমকালের উপর দিয়ে হেঁটে গেছেন। কাজেই যে-কোন সংবেদনশীল শিল্পী বা মানুষ কখনই কালবহির্ভূত নয়, তাঁর যদি সচেতনতা থাকে তাহলে সেগুলো তিনি লক্ষ্যে না এনে পারেন না। আর সেটা লক্ষ্য করতে গিয়েই যখন আহত বোধ করি, I start bleeding inside my heart. That bleeding doesn't stop easily এবং সেই রক্তক্ষরণ যখন শু হয়, তখন আমি সে-ব্যাপারে কবিতা না লিখে পারি না, কেন না কবিতা ছাড়া আমার কাছে প্রতিবাদের আর কোন হাতিয়ারই নেই। আমাকে তখন কবিতা লিখতেই হয়। তাতে সমস্যার কোন সমাধান হয় কি-না জানি না, তবে মনে হয় মানুষ হিসাবে অন্তত আমি কিছুটা কর্তব্য করবার চেষ্টা করছি। আর এই মানবিকতা বোধটা একদিকে যেমন বড়ো বয়সে মূলত রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছি ছোটবেলা থেকে আমরা লায়ের কাছ থেকে।

দেবদত্ত ঃ রবীন্দ্রনাথ আপনার প্রিয়, শান্তিনিকেতন আপনার অনন্য আবাসনভূমি না বলে এক আন্তরিক ও ঈপ্সিত মনোভূমি বলাটাই বাঞ্ছনীয়। আপনি কর্মসূত্রে অনেক জায়গায়, এমনকি ভারতের বাইরেও বহু স্থানে কাটিয়েছেন। আপনার যৌবনে শান্তিনিকেতনে বড়ো হয়ে ওঠা আর প্রৌঢ় বয়সে আবার শান্তিনিকেতনকে ফিরে পাওয়া এই দু'য়ের পুর্নবন্ধন আপনার এখন কেমন লাগে?

র. মিশ্র ঃ শান্তিনিকেতনে ফিরে-আসাকে আমার -ই বলতে পার। যার আমার করা বাংলা পরিভাষা 'স্মৃতিমোহ'। এবং এখানে আমি বিশেষ কারও সঙ্গে না মিশেও, এই মাটিতে দাঁড়িয়েই, এখানে বসবাস করেও হয়ত একটা মানবিক ও মানসিক প্রসার পেয়ে যাই এই ভেবে যে, এই মাটিতেই পৃথিবীর এক মহৎ ব্যক্তিত্ব তাঁর অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। আমাদের জীবৎকালের ও স্মরণীয় কালের তিনি এক অসাধারণ পুষ এবং অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর সৃষ্টিশীলতার সিংহভাগই তো তিনি এখানে রেখে গেছেন তাই না?

এছাড়া এখানের আকাশে বাতাসে এখনও যেটুকু মুক্ততা স্বচ্ছতা ও নির্মলতা আছে, বোধ হয় তা আর কোথাও নেই। এইসব ভেবেই শান্তিনিকেতনে ফিরে আসা। তবে পুরনো দিনের শান্তিনিকেতনের সঙ্গে হয়ত আজকের শান্তিনিকেতনকে মেলান যায় না সব সময়, হয়ত মেলাতে যাওয়া বিড়ম্বনা। কেননা তখন যে পরিবেশটা

ছিল সেটা অনেকটাই ঘরোয়া। এবং আমি যেভাবে বলি আমরাই হয়ত বা শেষ ছাত্র যারা শান্তিনিকেতনের পুরনো দিনের সান্নিধ্য ও শেষ সৌরভটুকু পাওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। সেজন্যে গর্বিত ও ধন্য।

দেবদত্ত ঃ শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা সম্পর্কে আপনার এক প্রত্যয় ঃ 'এখানে এখনো আত্মীয় সূর্যের আলো পুষানুক্রমে'। আপনার 'রোদ হয় ছায়া হয় শান্তিনিকেতন' কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতার শুধু শিরোনামই নয়, প্রতিটি কবিতার শরীর, ব্যঞ্জনা জুড়ে রয়েছে আপনার এক আত্মিক কাতরতা। আমার মনে হয়, শান্তিনিকেতনে আপনার বসবাস আপনার সৃষ্টিশীলতার জন্য একটি অত্যন্ত জরি প্রয়োজন বা শর্ত।

র. মিশ্র ঃ বোধ হয় ঠিকই বলেছ, কেননা জীবনের অবসর সময়টুকুর জন্যে আমি অনেক ভাবনাচিন্তা করেই শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনকে বেছে নিয়েছিলাম। এবং এটুকু আজ নিঃসন্দেহে বলতে পারি, যে এখানে থাকার ফলে আজ মনে হয় আমি ভুল করিনি। যদিও মানুষের জীবনে নিত্যদিনের তুচ্ছতা, গ্লানি-মালিন্য আছেই, সেগুলো থেকে ওঠবার জন্যেই তো রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসংগীত আর শান্তিনিকেতন। এবং আছ তোমরা।

দেবদত্ত ঃ আপনার কাব্যকলায় কিছু প্রকরণগত দিক নিয়ে এবার কথা হোক। অনেক কবিতা এমনকী কাব্যগ্রন্থের শুতেও আপনি আপনার প্রিয় কবিদের রচনাংশ, প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি যোগ করেছেন। আপনার কাব্যসৃষ্টির উপর সেই অগ্রজ কবিদের কি কোন প্রভাব আছে?

র. মিশ্র ঃ সব সময় যে সজ্ঞান ভাবে এসব করি তা নয়, তবে নিঃসন্দেহে এগুলো তো-এর কাজ করেই যখন আমি উদ্ধৃতিগুলি দিই।যেমন এখন এগুলো আমার কবিতা বইয়ের প্রায় একটা হয়েই দাঁড়িয়েছে। যাঁরা আমার কবিতার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁরা জানেন, আমার কবিতা বইয়ের প্রত্যেকটিতে সামনে একটি বা দুটি উদ্ধৃতি থাকেই - ইংরেজি ও বাংলায়। সেইসঙ্গে একটি ভূমিকা কবিতাও থাকে। এটাই আমার কবিতা বইয়ের প্রায় সাধারণ ছক।

আমার পরবর্তী বই 'বিকেল বয়েসী আলো' আগামী কলকাতা বইমেলায় আত্মপ্রকাশ করবে। সেই কবিতা বইটির জন্যও আমি একটি উদ্ধৃতি ভেবে রেখেছি যাঁর কথা উদ্ধৃত করব তিনি এই সময়ের অত্যন্ত গুণী মানুষ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় মাত্র কিছুক্ষণের, কিন্তু তাঁর রচনার সঙ্গে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তিনি হচ্ছেন কবি-প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ। সেখানে তাঁর এই লাইন থাকবেই- 'আমার বিশ্বাস আমি ভিজিয়ে নিয়েছি অন্ধকারে।'

দেবদত্ত ঃ আপনার কবিতায় ধ্বনির অর্থাৎ শব্দের ব্যঞ্জনার সাথে বাজনার সম্পর্কের একটা বিশেষ দিক আছে। এক্ষেত্রে আপনার শব্দ চয়ন স্বাতন্ত্র্যের দাবি করে। এই ব্যাপারে আমাদের তো মনে হয় সংগীত বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতের এক অদৃশ্য স্রোত আপনার চিন্তায়, চেতনায় ও চৈতন্যে যেন ঘুরে ঘুরে তার প্রভাব ছড়ায়।

র. মিশ্র ঃ এটা ঠিকই বলেছ। রবীন্দ্রসংগীত আমার প্রায় নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, আমার জীবনধারণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবং আমার অন্তিম বাসনা, আমি যখন শেষ নিশ্বাস ফেলব, এবং তখন যদি আমার চেতনা থাকে, তবে কেউ যেন আমার একটি প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনায়।

রবীন্দ্রসংগীতের সেই সুরের আবহ হয়ত আমার মনের মধ্যেই থাকে। কোন দিন প্রথা মেনে গান শিখিনি। এককালে কম বয়সে গলায় কিছুটা স্বাভাবিক সুর অন্তঃশীল হয়ে থাকে। জানি না তার প্রভাবে লেখায় সুর-ধ্বনি আসে কিনা। তবে সচেতন ভাবে নয়, এটা ফল্গু-স্রোতের মতো বইতো আমার কবিতায় ও জীবনের মধ্যে। হয়তো বা নিজের অজান্তেই!

দেবদত্ত ঃ আপনার কবিতা অনেকটাই মন্ত্রোচ্চারণের মতো — তা দৈর্ঘ্যে যেমন সীমিত, কাব্যকলায় তেমনই রসোত্তীর্ণ আর ভাষা-বিভঙ্গে মুগ্ধকর! অল্পের মধ্যে এই ঠাসা বুনোট শব্দের উপায়, ব্যঞ্জনার উপর কী পরিমাণ দখল থাকলে তা সম্ভব হয়ে ওঠে সেটার একটু আস্বাদ পাই আপনার যে-কোন কবিতার পাঠ থেকে। আপনার কবিতায় এই অনন্য ভূষণ সম্পর্কে আপনার মতামত জানান।

র. মিশ্র ঃ আমার কবিতার সৎ পাঠকেরা সম্ভবত এজন্যেই আমার 'শব্দের সন্ন্যাস' কবিতার এই সংজ্ঞাটিকে অত্যন্ত বিরল, এমনকি অমোঘ মনে করেন। আমার নিজের ধারণা কিন্তু আমি এখনও 'শিক্ষানবিস'। যথার্থ সার্থক কবিতা আমি আজও বোধ হয় লিখে উঠতে পারিনি। যদিও রবীন্দ্রনাথের মানসিক সান্নিধ্য সেই অকৈশোর, তবু আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কবিতায় এতো বেশি না বললেই পারতেন! হয়তো এই রকম একটা বোধ সবসময়ে কাজ করেছে। কথার বিস্তার কম করলে পাঠককে বোধ হয় আরও বেশি ভাববার সুযোগ দেওয়া যেত। ঠিক এই বোধ থেকেই ছাপার ব্যাপারে আমি run-on পছন্দ করি না। একটি কবিতা দু-লাইনের হলেও তা একটি সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা দাবী করে। কেন না আমার মতে, ঐ সাদা অংশটুকুও অনেক কিছু বলে দেয় এবং পাঠক ও কবির মধ্যে একটা সংযোগ তৈরী করে।

অন্য এক বিদেশি কবিও আমাকে এক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছেন। তিনি হচ্ছেন Ezra Pound , কবিদের কবি। অনেকেই হয়ত জানেন যে T.S. Eliot -এর বিখ্যাত কবিতা The Waste Land -এর প্রায় বহুলাংশই তিনি বাদ দিয়েছিলেন, ঠিকই করেছিলেন। আবার Metro Station-এর উপর তাঁর নিজের এবং সম্ভবত তিরিশ লাইনেরও অধিক কবিতা তিনি প্রায় এক বছরের চেষ্টায় ছেঁটে-কেঁটে দাঁড় করিয়েছিলেন মাত্র দু-লাইনে। এগুলোই সম্ভবত এমনই কিছু কিছু কবিতা যা আমার সামনে আদর্শ হিসেবে ছিল। আমার ধারণা কবিতা হবে, রবার্ট ফ্রস্ট-এর ভাষায় সেই 'immortal wound' । আমি যার বাংলা করেছি অন্নর ক্ষত। কই, সেরকম কবিতা-তো আমি আজও লিখে উঠতে পারিনি?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com